শৈলকুপায় মোহন শেখ হত্যার ঘটনায় ৪২ জনকে আসামী করে মামলা, গ্রেপ্তার ১

ঝিনাইদহের শৈলকুপায় গত বৃহস্পতিবার সামাজিক আধিপত্য বিস্তার করা নিয়ে বিএনপির দুই পক্ষের সংঘর্ষে মোহন শেখ নিহতের ঘটনায় ৪২ জনকে আসামী করে শৈলকুপা থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের হয়েছে।

শনিবার বিকালে নিহতের ছেলে হারুনর রশিদ বাদী হয়ে এই হত্যা মামলাটি দায়ের করেন। এ ঘটনায় শের আলী নামের এজাহারভূক্ত এক আসামীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শৈলকুপা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হুমায়ন কবির মোল্লা বলেন, গত বৃহস্পতিবার উপজেলার ৯নং মনোহরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে দুটি পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এ সময় মোহন শেখ নামের এক জন নিহত হন।

এ ঘটনায় নিহতের ছেলে হারুনর রশিদ বাদী হয়ে শনি বার দুপুরে ৪২ জনকে আসামী করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। তিনি আরও বলেন এই মামলায় শের আলী নামের একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকী আসামীদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা চলছে বলেও তিনি জানান।

দর্শনায় ৫জন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

বৃহস্পতিবার ভোর রাতে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে, বিভিন্ন গ্রামে অভিযান চালিয়ে তাদেরকে গ্রেফতার করে।

গ্রেফতারকৃত হলো দর্শনা থানার চাকুলিয়া গ্রামের আপন তিন ভাই নুর আলমের ছেলে সাদ্দাম হোসেন(৩০), শহিদুল ইসলাম(৪০), সিরাজুল ইসলাম(৩৫) ও দর্শনা আকন্দবাড়িয়া নতুন পাড়ার মোজাম্মেল হক পচার ছেলে সাইফুল ইসলাম ফিল্টু (৩৫), দর্শনা থানার তিতুদহ ইউনিয়নের খাড়াগোদা গ্রামের মুকুল হোসেনের ছেলে মতিয়ার রহমান ওরফে হৃদয় (২৩)’কে নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায়, তাদের ৫ জনের বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলার ওয়ারেন্ট ছিলো। গতকালই তাদের ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে

দর্শনায় ওয়ারেন্টভুক্ত আসামীসহ ৩ জন গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে সি আর মামলার পরোয়ানাভুক্ত ও নিয়মিত মামলার আসামীসহ ৩ জনকে গ্রেফতার করেছে।

বুধবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে অভিযান পরিচালনা করা হয় দর্শনা থানাধীন নেহালপুর গ্রামে। এ সময় নিয়মিত মামলার আসামী, মৃত করিম মন্ডলের ছেলে ফয়েজ উদ্দীন (৫০)কে গ্রেফতার করা হয়।

এরপর সি আর মামলার পরোয়ানাভুক্ত আসামী, সিলিন্দাপাড়ার লাল মোহাম্মদের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৩৬) এবং জয়নগর গ্রামের আমিরের ছেলে সোহেলকেও (২৬) গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত তিনজনকে চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

দর্শনায় কুপিয়ে হত্যার চেষ্টা মামলার প্রধান আসামীসহ গ্রেফতার ৪

চুয়াডাঙ্গার দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভা এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের রিপন (৪৫) নামে একজনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম মামলায় নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ সন্ত্রাসী খাইরুল(৩৫), হাশেম আলী(৫৬), আব্দুল কুদ্দুস (৩০) ও শরিফুল ইসলাম (২৮) কে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আজ বুধবার (২৫ ফেব্রুয়ারি) ভোরে ঝিনাইদহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়া পাড়া গ্রামে থেকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা দর্শনা থানাধীন দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের বাসিন্দা।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মনিরুল ইসলামের নির্দেশে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগশন-এর সহযোগিতায় পুলিশের একটি বিশেষ টিম গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মহেশপুর থানা পুলিশের সহযোগিতায় ঝিনাইদাহ জেলার মহেশপুর উপজেলার পুড়াপাড়া গ্রামে অভিযান চালিয়ে বিএনপি কর্মী রিপনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা মামলার আসামি নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ইসলাম, হাসেম আলী, আব্দুল কুদ্দুস ও শফিকুল ইসলামকে গ্রেপ্তার করে। এরপর তাদেরকে দর্শনা থানায় হস্তান্তর করা হয়।

উল্লেখ্য, গত রবিবার সন্ধ্যায় দর্শনা পৌরসভার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত্য মান্নানের ছেলে রিপন নিজ বাড়ি থেকে ইফতার শেষ করে ঈশ্বরচন্দ্রপুর বড় জামে মসজিদে নামাজ পড়ার উদ্দেশ্যে প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করার সময় আগে থেকে ওত পেতে থাকা আওয়ামী লীগের সন্ত্রাসী খায়রুল ও হাশেম সহ ৪/৫ জন তার উপরে হামলা করে। এরপর তাকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলো পাতাড়ী কুপিয়ে গুরুতর জখম করে। হামলার পর সে মাটিতে লুটিয়ে পড়লে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।তার অবস্থা অবনতি হলে ওই রাতেই তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আসন্ন জাতীয় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা বিরাজ করছিল। অভিযোগ রয়েছে, আওয়ামী

লীগ সমর্থিত হাসেম ও খায়রুল কামড়ি গং রিপনের মধ্যে পূর্বে বাগবিতণ্ডা হয়। এ বিরোধের জের ধরেই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয়েছে বলে দাবি পরিবারের।

এ ঘটনার প্রতিবাদে রাত ৯টার দিকে দর্শনা পৌর বিএনপির সমন্বয়ক নাহারুল ইসলাম মাস্টারের নেতৃত্বে শহরে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের নেতাকর্মীরা অংশ নেন। পরে তারা দর্শনা থানা ঘেরাও করে দ্রুত আসামিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

দর্শনা পৌর বিএনপির প্রধান সমন্বয়ক হাবিবুর রহমান বুলেট বলেন, রিপনের ওপর হামলা পরিকল্পিত। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণেই ইফতার শেষে মসজিদে যাওয়ার পথে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে কুপিয়ে জখম করা হয়েছে। আমরা এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানায় এবং অবিলম্বে জড়িতদের গ্রেফতারের দাবি করছি।

ওই রাতেই আহত রিপনের ভাই রুবেল বাদী হয়ে খাইরুল, হাশেম, কুদ্দুস ও শফিকুল সহ ১৩ জনের নাম উল্লেখ করে অজ্ঞাত ২০-২৫ জনের নামে দর্শনা থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। এরপর জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিট আসামিদের ধরতে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে ৩ দিন পর আজ বুধবার ভোরে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন সহযোগিতায় পুলিশের একটি টিম ৪ জনকে গ্রেফতার করে।

দর্শনা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মেহেদী হাসান ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, অন্য আসামিদের ধরতে পুলিশের একাধিক টিম তৎপর রয়েছে। গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলা রয়েছে বলেও তিনি জানান।

দর্শনায় মাদক মামলায় ৩

ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী গ্রেফতার

দর্শনা থানা পুলিশ বিশেষ অভিযান চালিয়ে মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত ৩ আসামীকে গ্রেফতার করেছে।

গতকাল সোমবার ভোরে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ মেহেদী হাসানের নেতৃত্বে পৃথক পৃথক অভিযান চালায় দর্শনা পৌরসভার বিভিন্ন গ্রামে। এসময় পুলিশ দর্শনা পৌরসভার আজমপুর গ্রামে অভিযান চালিয়ে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী রবির ছেলে সবুজ(২২), দর্শনা পৌরসভার দক্ষিণচাঁদপুর কোয়ার্টার পাড়ার মৃত্য মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী আব্দুল হালিম(৩২) ও একই গ্রামের দক্ষিণচাঁদপুর বাসষ্ট্যান্ড পাড়ার শহিদুল কবিরাজের ছেলে ইকরামুল হোসেনকে (২৬) নিজ নিজ বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ জানায় এরা দীর্ঘদিনের মাদক মামলার ওয়ারেন্টভুক্ত আসামী। গতকালই তাদেরকে মাদক মামলায় চুয়াডাঙ্গা কোর্ট হাজতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ী মুরাদ হত্যা মামলার আরও দুই আসামী গ্রেপ্তার

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটিতে ব্যবসায়ী মুরাদ হত্যা মামলার আরও দুই আসামীকে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে ঢাকার সাভার এলাকার কুমারবাড়ী এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলো-ঝিনাইদহ শহরের কলাবাগান এলাকার খলিলুর রহমানের ছেলে সুলতান আহম্মেদ সোনা ও ভুটিয়ারগাতী এলাকার আক্তার হোসেনের ছেলে লাল।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, মুরাদ হত্যা মামলার দুই আসামী সাভারে

অবস্থান করছে এমন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের গ্রেফতার করা হয়। শুক্রবার দুপুরে আসামীদের সদর থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

গত ২৯ নভেম্বর দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি সিটিমোড়ে ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী মুরাদ হোসেনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী সাথী বেগম বাদি হয়ে সদর থানায় মামলা করলে আসামী গ্রেফতারে অভিযান শুরু করে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্প। এখন পর্যন্ত ৪ জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। বাকি আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

ঝিনাইদহে ব্যবসায়ী মুরাদ হত্যা মামলার আসামী গ্রেফতার

ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি সিটি মোড়ে ব্যবসায়ী মুরাদ হোসেন (৪০) হত্যা মামলার আসামী রাহাত আলী (২৫)কে গ্রেফতার করেছে র্যাব-৬।

গত শনিবার ভোররাতে সদর উপজেলার উদয়পুর এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত রাহাত পবহাটি গ্রামের ইউনুচ লস্করের ছেলে।

র্যাব-৬, সিপিসি-২ ঝিনাইদহ ক্যাম্পের কোম্পানী কমান্ডার মেহেদী ইমরান সিদ্দিকী জানান, গত শনিবার দুপুরে ঝিনাইদহ শহরের পবহাটি সিটিমোড়ে ইলেক্ট্রনিক্স ব্যবসায়ী মুরাদ হোসেনকে কুপিয়ে ও পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

এ ঘটনায় নিহতের স্ত্রী সাথী বেগম বাদি হয়ে সদর থানায় মামলা করলে আসামী গ্রেফতারে অভিযান শুরু করে ঝিনাইদহ র্যাব ক্যাম্প।

অভিযানের অংশ হিসেবে শনিবার ভোররাতে উদয়পুর থেকে মামলার আসামী রাহাতকে গ্রেফতার করা হয়। বাকি আসামীদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে বলে জানিয়েছে র্যাব।

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হত্যা মামলার আসামীদের গ্রেফতার দাবিতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যা মামলায় আসামীদের গ্রেফতারের দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে ঝিনাইদহ-মাগুরা সড়কে এ মানববন্ধন করে এলাকাবাসী।

এতে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে নিহতের স্বজন ও এলাকাবাসী অংশ নেয়। মানববন্ধনে নিহতের পিতা সাব্দার বিশ্বাস, ভাই রুবেল হোসেন, স্ত্রী শম্পা খাতুন, খালা ছবেদা খাতুন, পদ্মাকর ইউনিয়ন বিএনপির সেক্রেটারি আতিক হোসেন মল্লিক, জেলা কৃষক দলের যুগ্ম আহ্বায়ক মোহন জমাদ্দারসহ এলাকাবাসী বক্তব্য রাখেন।

সেসময় বক্তারা বলেন, প্রবাসী মাহাবুব হোসেন হত্যার ৪ দিন পেরিয়ে গেলেও মাত্র ১ জন আসামী গ্রেফতার হয়ে। বক্তারা দ্রুত বাকি আসামীদের গ্রেফতারের দাবী জানান। গত শনিবার সকালে সদর উপজেলার কালা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে প্রতিপক্ষের লোকজন কম্বোডিয়া প্রবাসী মাহাবুবকে কুপিয়ে গুরুতর আহত করে। সেখান থেকে তাকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করে। এ ঘটনায় রোববার রাতে নিহতের ভাই রুবেল হোসেন বাদি হয়ে ১৩ জনের নাম উল্লেখসহ অজ্ঞাত ১০/১২ জনকে আসামী করে সদর থানায় হত্যা মামলা দায়ের করে।

হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলায় সকল আসামি খালাস

মেহেরপুরের বহুল আলোচিত হোটেল আটলান্টিকা কাণ্ডের চাঁদাবাজি মামলার সব আসামিকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন আদালত। আজ সোমবার দুপুরে মেহেরপুরের যুগ্ম জেলা জজ-১ম আদালতের বিচারক মো: ইমদাদুল হক এ রায় ঘোষণা করেন।

খালাসপ্রাপ্ত আসামিরা হলেন- নাজনিন খান প্রিয়া, মতিয়ার রহমান, মামুন শাহজাহান, নেহাল , জয়, ছন্দা খাতুন, আবু আক্তার করণ, তুহিন অরন্য, রেক্সনা খাতুন, নিলুফার ইয়াসমিন রুপা, বর্ষা খাতুন, নুসরাত, সুমন রহমান বিমান ও বিপাশা খাতুন। অপর ২ আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন মারা গেছেন।

রাষ্ট্রপক্ষের পাবলিক প্রসিকিউটর মোখলেসুর রহমান স্বপন বলেন, মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তাদের ভুলে আসামিরা খালাস পেয়েছেন। রায়ের কপি হাতে পেলে বোঝা যাবে তদন্তে গাফিলতি আছে কি না।

মামলার পটভূমি গত বছরের ২২ নভেম্বর সদর উপজেলার আমঝুপি গ্রামের এনজিও কর্মী মনোয়ার হোসেন বাদী হয়ে মেহেরপুর সদর থানায় মামলা দায়ের করেন (মামলা নং-৩২)। মামলায় মূল আসামি ছিলেন নাজনীন খান ওরফে প্রিয়া খান।

তদন্তে বেরিয়ে আসে একটি সংঘবদ্ধ প্রতারণা ও ব্ল্যাকমেইল চক্রের তথ্য। প্রিয়া খান ব্যবসায়ী ও সরকারি-বেসরকারি কর্মকর্তাদের প্রেমের ফাঁদে ফেলে হোটেল আটলান্টিকায় নিয়ে যেতেন। সেখানে গোপনে অনৈতিক সম্পর্কের ভিডিও ধারণ করে পরে তা প্রকাশের ভয় দেখিয়ে অর্থ আদায় করা হতো।

পুলিশি অভিযানে হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুনসহ একাধিকজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্ত শেষে মোট ১৭ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। এর মধ্যে আসামি মিজানুর রহমান জনি ও আব্দুস সালাম মামলা চলাকালীন সময়ে মারা যান।

উল্লেখ্য, এর আগে একই কাল্ডের পর্ণগ্রাফি মামলায় নাজনিন খান

প্রিয়া, হোটেল মালিক মতিয়ার রহমান, তার ছেলে মামুন ও সহযোগী শাহজাহানকে ৫ বছরের কারাদণ্ড এবং প্রত্যেককে ২ লাখ টাকা জরিমানা করেন আদালত। অপর আসামি নেহাল ও জয়কে ৬ বছরের কারাদণ্ড ও সমপরিমাণ জরিমানা করা হয়। তবে জয় এখনো পলাতক রয়েছে, বাকিরা উচ্চ আদালত আপিল করে জামিনে রয়েছেন।

আলমডাঙ্গায় ডাকাতি মামলার তিন আসামী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের বিশেষ অভিযানে ডাকাতি মামলার তিন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আলমডাঙ্গা থানাধীন রোয়াকুলি গ্রামের টেংরামারী মাঠে আলমডাঙ্গা টু চুয়াডাঙ্গা গামী রাস্তায় ডাকাতি মামলার ঘটনার সাথে জড়িত ৩ আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জানা গেছে, গত ১৫ অক্টোবর তারিখে কালিদাশপুর ইউনিয়নের আসাননগর গ্রামের মৃত আকবার আলীর ছেলে মোঃ মিরাজুল ইসলাম(৪৫) বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

মামলা সুত্রে জানা গেছে, মিরাজুল ইসলাম বিদেশ (মালয়েশিয়া) হতে নিজ বাড়ীতে আসেন। গত ২৪ অক্টোবর তারিখে ভোর অনুমানিক ৪.২০ ঘটিকার সময়। যে প্রাইভেট গাড়িতে আসেন সেই প্রাইভেট গাড়ির ড্রাইভার ধৃত মজনু রহমানের ছেলে আলামিন হোসেনের প্রাইভেট কার, যাহার রেজিঃ নং- রেজি নাম্বার মেট্রো-ক-০২-০১৪৬, আত্মীয়ের বাড়ীতে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে নিজ বাড়ী হতে বাহির হয়।

একই তারিখ ভোর অনুমানিক ৪.৪৫ ঘটিকায় আলমডাঙ্গা থানাধীন আলমডাঙ্গা টু চুয়াডাঙ্গা রোডে ৭নং জেহালা ইউনিয়নের রোয়াকুলি গ্রামের টেংরামারি মাঠে জনৈক মোঃ আসাদুল হক এর জমির পাশে পাঁকা রাস্তার উপর পৌছালে গাছের ডাল ফেলে বেরিকেড দেখে প্রাইভেট কার থামানো মাত্রই গামছা দিয়ে মুখ বাধা অজ্ঞাতনাম ৩/৪ জন আসামী ধারালো চাপাতি, রামদা নিয়ে গাড়ীটি ঘিরে ধরে স্বর্ণালঙ্কার, মোবাইল ফোন ও নগদ টাকা ছিনিয়ে নেয়। বর্ণিত ঘটনায় বাদীর লিখিত এজাহারের প্রেক্ষিতে আলমডাঙ্গা থানার মামলা করা হয়।

গত রবিবার ভোর রাতে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ মুহাঃ মাসুদুর রহমান পিপিএম এর নেতৃত্বে পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মোঃ আজগর আলী সঙ্গীয় অফিসার ফোর্সসহ থানা এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় অত্র মামলার ঘটনার সাথে জড়িত আসামী ইসলাম পাড়ার মোঃ মজনুর রহমানের ছেলে মোঃ আল আমিন হোসেন(২২), আসাননগর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মোঃ মিজানুর রহমান মন্টু(৪২) ও কামালপুর (চরপাড়া) গ্রামের মোশারোফ হোসেনের ছেলে মোঃ শিলন হোসেন(২০) -কে গ্রেফতার পূর্বক বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

ধৃত আসামী মোঃ আল আমিন হোসেন(২২) অত্র মামলার ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করিয়া বিজ্ঞ আদালতে ফৌঃকাঃবি আইনের ১৬৪ ধারা মোতাবেক জবানবন্দি প্রদান করিয়াছে।